দৈনিক ইত্তেফাক

3

তারিখ 5 APR 1989

শিক্ষাঙ্গন

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞানের যথার্থ বিকাশ ও শিক্ষার সম্প্রসারণে পাঠাগারের যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে— তা অনস্বীকার্য, কেননা, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও উন্নত বিশ্বে জ্ঞানার্জনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। আর বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত ও যথার্থ বিকাশ সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিক্ষার সার্থকতা। এজন্য সর্বাধিক প্রয়োজন গণ-পাঠাগার, দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের জন্য বই-ই একমাত্র প্রধান হাতিয়ার। পাঠ্য পুস্তকই ছাত্র ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের একমাত্র বাহন নয়— বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্তে পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি গুণগতমান সম্পন্ন ভাল বই পুস্তকের সাথে পরিচিত হওয়া ও অন্যান্য গ্রন্থাদি অধ্যায়নে ব্রতী হওয়াও একান্ত আবশ্যক, তবে এই পুস্তক অধ্যায় যদিও আমাদের জীবনে সর্বাধিক প্রয়োজন তা সত্ত্বেও বই-এর প্রতি দেশবাসীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব রয়েছে। অবশ্য এর অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের পাঠাগার স্বল্পতা। এমনিতেই আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি নগন্য। তাই সাধারণভাবে আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের বই অধ্যায়ন সম্পর্কে আগ্রহ খুবই কম। তদুপরি পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে বইয়ের সাথে সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে বইয়ের সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয়ে একটি যোগসূত্র তৈরী করা যেতে পারে। এতে বই অধ্যয়ন সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে, শুধু অক্ষরজ্ঞান থাকলেই মানুষকে শিক্ষিত বলা যায় না। যেজন্য পাঠাগারের মাধ্যমে পাঠ্যভাস গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের চেতনা ও রুচিকে উন্নত তথা সমৃদ্ধ করতে হলে বই-পুস্তকের প্রতি আমাদের সর্বাধিক আগ্রহ সৃষ্টি করা যেমনি প্রয়োজন তেমনি ব্যাপক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাগ্রহণ ও একান্ত প্রয়োজন। বলাবাহুল্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্যে চাই উন্নত পাঠাগার। অধিক সংখ্যক লোকের হাতে বই পৌঁছে দিতে হলে এবং বিপুল সংখ্যক পাঠক শ্রেণী সৃষ্টি করতে হলে সারাদেশে পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলা আবশ্যক, সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে আমদের নিজদেরও উদ্যোগী হওয়া দরকার। কেননা দেশের অধিকাংশ স্থানে শহর ও গ্রামঞ্চলের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়গুলোতে পাঠাগার থাকলেও তাতে বইপত্রের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাগারে বই পড়ে জ্ঞান আহরণের সম্ভাব্য সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। "উন্নত ও সমৃদ্ধ পাঠাগারের মাধ্যমেই জ্ঞানার্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইপত্র পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় পাঠাগার ও উপযুক্ত পাঠকক্ষের অভাব রয়েছে। লেখা-পড়া তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব সংকট দূরীকরণে অতিসত্বর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে অধিক সংখ্যক শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বই-পুস্তক পৌঁছে দেয়ার জন্য সারাদেশের শিক্ষায়তনগুলোতে যেমন উন্নত পাঠাগার গড়ে তোলা আবশ্যক তেমনি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের প্রতিও মনোযোগী হওয়া দরকার। যাতে সহজেই ছাত্র-ছাত্রী ও জ্ঞান পিপাসু সকল শ্রেণীর লোকজন পাঠাগারে গিয়ে বইপুস্তক অধ্যায়নের সুয়োগ লাভ করতে পারে। সেজন্য পাঠাগারের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাব, মহল্লা ও জেলা-উপজেলায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাস্তব কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

—আবদুল মুনিম খান